দৈনিক ইত্তেফাক 3/৩

তারিখ 21 SEP 19..
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

৯ শত বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ৭৪ বছরের প্রাচীন

কারমাইকেল কলেজ আজও বিশ্ববিদ্যালয় হইল না

॥ মোঃ নোয়াজেস হোসেন ॥

রংপুর : দেশ স্বাধীন হইবার পর সিলেট এবং খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় হইল, কিন্তু ৭৪ বছরের প্রাচীন কারমাইকেল কলেজকে আজও বিশ্ববিদ্যালয় করা হইল না।

এই অঞ্চলের জনসাধারণ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা করেন ১৯১৪ সালে এবং সেই সময় রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জে,এন গুপ্ত, আইসি এস'কে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়।

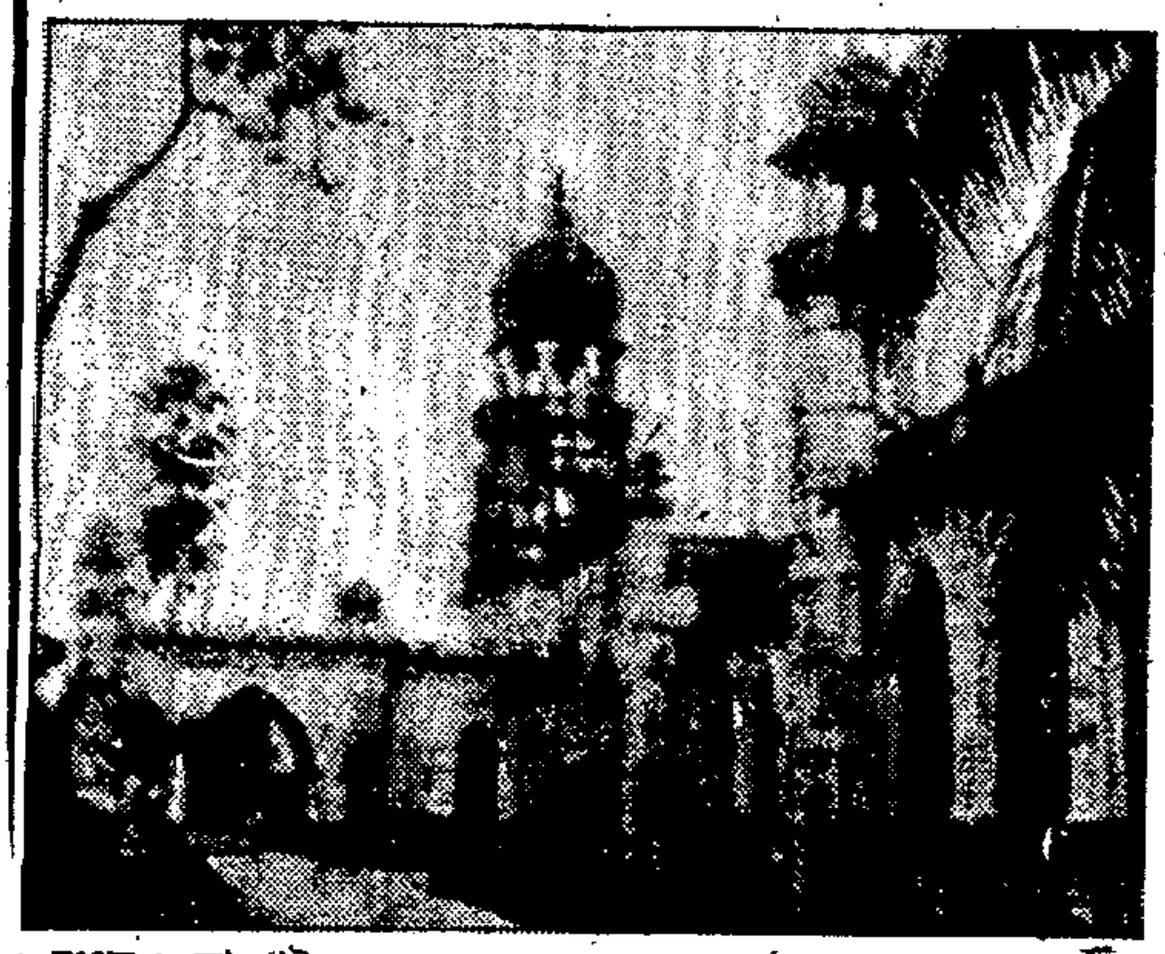

উক্ত কমিটিতে রংপুরের রাজা, মহারাজা, জমিদার-জোতদারসহ সর্বস্তরের মানুষ কলেজের জন্য অর্থদান করেন, ১৯১৬ সালের ১০ই নভেম্বর বাংলার গভর্ণর লর্ড টমাস ডেভিড ব্যারণ কারমাইকেল কলেজের ভিত্তি স্থাপন এবং ১৯১৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী মূল ভবনের উদ্বোধন করেন। তাঁহার নামেই কলেজের নামকরণ করা হয় কারমাইকেল কলেজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল এই কলেজকে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় কিনা তাহা চিন্তা ভাবনা করিতে বলেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ভাগ হইয়া পাকিস্তান এবং ভারত দুইটি দেশের জন্ম হয়।

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

রংপুর : কারমাইকেল কলেজ ভবন —ইত্তেফাক

কারমাইকেল কলেজ

(৩য় পৃঃ পর)

বাংলা ভাগ হইয়া একটির নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান, অপরটির পশ্চিম বাংলা পূব পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর ছিলেন একজন ইংরেজ, স্যার ফ্রেডরিক বর্ণ। তিনি ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে রংপুর সফরে আসেন। তিনি নয় শত বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল কলেজ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যদি কোন সময় কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উঠে তাহা হইলে তিনি চেষ্টা করিবেন উহা যেন রংপুরে হয়। কিছু দিন পর প্রদেশিক আইন পরিষদে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ওঠে। রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় কিনা তাহা জানার জন্য সেই সময়ের আইন পরিষদের সদস্য এমাদউদ্দিন, আহমেদ (হারাগাছ) মোঃ ওয়েস (বেতগাড়ী) পনির উদ্দিন আহামেদ (কুড়িগ্রাম) প্রমুখের মতামত চাওয়া হইলে তাহারা রংপুরের বদলে রাজশাহিতে উহা স্থাপনের পরামর্শ দেন। রাজশাহীর সদস্যবৃন্দ সুযোগটি গ্রহণ করেন।

আজম খাঁন যখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর সেই সময়ে তাঁহার উপদেষ্টা কমিটিতে রংপুর হইতে সদস্য ছিলেন মোঃ আমিন। কমিটিতে রংপুরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা উঠে। কিন্তু জনাব আমিনের বিরোধিতার কারণে উহাও চলিয়া গেল ময়মনসিংহে। জাহাঙ্গীরনগর আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময়ে আবার রংপুরে তাহা স্থাপনের কথা উঠে, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠে না। এইভাবে চলার পর ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী রংপুরের জনমতের বিরুদ্ধে এক রকম জোর করিয়াই কারমাইকেল কলেজকে সরকারী করা হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট রংপুরের ছাত্র নেতা আবুল মনসুর আহমেদের (বর্তমান বাকশালের রংপুর জেলা সম্পাদক) নেতৃত্বে কারমাইকেল কলেজের একদল ছাত্র ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে গণভবনে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে রংপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানায়। বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের কথা শুনিয়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিরাট ব্যানার। তবে ছাত্ররা যাহাতে নিজ নিজ জেলায় থাকিয়া মাষ্টার্স এবং অনার্স পড়িতে পারে সে ব্যবস্থা তিনি করিবেন। কথামত তিনি প্রতিটি জেলা শহরের কলেজে এম, এ এবং অনার্স পড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৯৭৭ সালে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের এক সভায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেন রংপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তাহার শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান '৮১ সালের ১০ই জানুয়ারী কারমাইকেল কলেজে আসেন। তিনি ছাত্র, শিক্ষক এবং রংপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে ঘোষণা করেন, আজ হইতে কারমাইকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হইল। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রংপুর কালেকটরেট ময়দানে এক নির্বাচনী জনসভায় ঘোষণা করেন, ১৯৮১ সালেই রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হইবে।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরশাদ কারমাইকেল কলেজের জরাজীর্ণ ভবন মেরামতের জন্য প্রায় দুই কোটি টাকা দিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া দিব এই ধরনের কোন ঘোষণা দেন নাই। তাঁহার শাসনকালেই সিলেটে এবং খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বহু মিটিং, মিছিল, অনশন, হরতাল হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

রংপুর কারমাইল কলেজে সাত হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করিতেছে। এখানে ১৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং বেশ কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। কারমাইকেল কলেজের সামগ্রিক পরিবেশ একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হইলেও আজও বিশ্ববিদ্যালয় হইত না।